রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.২৫৫—খ্যাতিমান সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব তোয়াব খান গত ০১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

২। জনাব তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৫ আশ্বিন ১৪২৯/১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৫ আশ্বিন ১৪২৯ / ১০ অক্টোবর ২০২২

খ্যাতিমান সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব তোয়াব খান গত ০১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

জনাব তোয়াব খান ১৯৩৪ সালে সাতক্ষীরা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী জনাব তোয়াব খান ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক জনতা পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পত্রিকা দৈনিক বাংলায় প্রথম সম্পাদক হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন জনাব তোয়াব খান । তিনি প্রায় তিন দশক দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে এই পত্রিকাটি সংবাদপত্র প্রকাশনা শিল্পে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছিল। সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৬ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

জনাব তোয়াব খান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগ্রামী জনতার মনোবলকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে রম্যরচনা পিন্ডির প্রলাপ নিয়মিত উপস্থাপনা করেছেন তিনি। জনাব তোয়াব খান ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন তিনি।

ব্যক্তিজীবনে জনাব তোয়াব খান ছিলেন সদালাপী, নিরহংকার, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাধারণকারী একজন উদারনৈতিক মানুষ। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর জন্য জাতির নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জনাব তোয়াব খানের মৃত্যুতে দেশ হারালো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে।

মন্ত্রিসভা জনাব তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd